প্রথম আলো

তারিখ 15 FEB 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উপাচার্য পদত্যাগ না করায় শিক্ষক সমিতির কর্মবিরতি

ইফতেখার মাহমুদ ও শামসুজ্জামান ●

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. আনোয়ার হোসেন পদত্যাগের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসায় ক্লাসে ফেরেননি শিক্ষক সমিতির সদস্যরা। পরিসংখ্যান বিভাগের ছাত্র আবদুল মালেকের মৃত্যুর ঘটনায় ক্যাম্পাসে শোকের আবহের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কিছুটা অস্থিরতাও। মালেকের মৃত্যুর পর শিক্ষকদের বাসভবন ভাঙচুরের ঘটনাকে প্রশাসনিক ব্যর্থতা হিসেবে উল্লেখ করে শিক্ষক সমিতি উপাচার্যের পদত্যাগের দাবি জানিয়ে কর্মবিরতি পালন করছে। এ কারণে গতকাল বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকাংশ বিভাগেরই ক্লাস হয়নি।

উপাচার্য আনোয়ার হোসেন বলেন, সহকর্মীদের দাবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছিলাম। পরে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অনুরোধে ঘোষণা প্রত্যাহার করতে হয়েছে। শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে শিক্ষা কার্যক্রমে ফিরে আসার জন্য তিনি সহকর্মীদের প্রতি অনুরোধ জানান। বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা জানান, গত মঙ্গলবার যথাসময়ে অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া না যাওয়ায় পরিসংখ্যান বিভাগের ছাত্র আবদুল মালেকের মৃত্যু হয়েছে দাবি করে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন শিক্ষার্থীরা। পরে এ অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাকেন্দ্র, উপাচার্যের বাসভবনসহ বিভিন্ন ভবনে ভাঙচুর করা হয়। পরদিন শিক্ষক সমিতি ভাঙচুরের ঘটনাকে উপাচার্যের প্রশাসনিক ব্যর্থতা হিসেবে উল্লেখ করে তাঁর পদত্যাগের দাবি

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

কর্মবিরতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জানান। তাঁদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ওই দিন বিকেলেই পদত্যাগের ঘোষণা দেন উপাচার্য। তবে রাতে শিক্ষামন্ত্রীর অনুরোধে ও শিক্ষার্থীদের চাপে তিনি সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন।

এদিকে উপাচার্যের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের পর গতকাল থেকে কর্মবিরতি শুরু করে শিক্ষক সমিতি। এ ছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের জহির রায়হান মিলনায়তনের সেমিনার হলে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সভা করে শিক্ষক সমিতি। সভায় কর্মবিরতি অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া [illegible] সকাল ১০টার দিকে পরিসংখ্যান [illegible] বিভাগের সামনে থেকে [illegible] শোকযাত্রা বের করেন পরিসংখ্যানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। বিভিন্ন সংগঠনের নেতা-কর্মী ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা মনে করেন, উপাচার্যের পদত্যাগ সমস্যার সমাধান নয়। নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষা হোক, তাঁরা সেটাই চান। সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক শাকিলা শারমিন *প্রথম আলোকে* বলেন, উপাচার্যের পদত্যাগের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতির সমাধান সম্ভব নয়। প্রশাসন ও শিক্ষক-শিক্ষার্থী সবাইকে একসঙ্গে এ ধরনের ঘটনা রোধে কাজ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের স্বার্থে ক্লাস-পরীক্ষা অব্যাহত রাখতে হবে। ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম বলেন, ভাঙচুর এবং পরে উপাচার্যের পদত্যাগ—দুটি ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকৃত সমস্যাটি হারিয়ে যেতে বসেছে। দীর্ঘদিন ধরে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসাকেন্দ্র নির্মাণের দাবি করা হচ্ছে, কিন্তু কোনো পদক্ষেপই নেওয়া হচ্ছে না। সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের আহ্বায়ক মৈত্রী বর্মণও বলেন, পদত্যাগ কোনো সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান নয়। শিক্ষক সমিতির সভাপতি অজিত কুমার মজুমদার বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় রাখতে উপাচার্য ব্যর্থ হয়েছেন। সবার স্বার্থে তাঁর পদত্যাগের দাবি জানানো হয়েছে। দাবি আদায়ে কর্মবিরতির কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।